NOMENCLATURE

নমেনক্লেচার

নমেনক্লেচার

কোনো বিশেষ জীব বা উদ্ভিদের নির্দিষ্ট নামে সনাক্তকরণের পদ্ধতিকে বলা হয় নামকরণ বা Nomenclature।

উদ্ভিদের নামকরণের আন্তর্জাতিক নীতিমালাকে বলা হয় International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)। আর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই নীতিমালাকে বলা হয় International Code of Zoological Nomenclature (ICZN)।

দ্বি-পদ নামকরণ

দ্বিপদী নামকরণ বলতে বোঝায় দুটি পদের সমন্বয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম করনের পদ্ধতি। এই নামকরণ ল্যাটিন ভাষায় করা হয় এবং এর দুইটি অংশ থাকে। গণ নামের শেষে প্রজাতিক পদ যুক্ত করে প্রতিটি জীবের নামকরণের পদ্ধতিকে দ্বিপদ নামকরণ বলে। এই নামকে বৈজ্ঞানিক নামও বলা হয়।

Systema Naturae গ্রন্থের দশম সংস্করণে (১৭৫৮) ক্যারোলাস লিনিয়াস জীবের নামকরণের ক্ষেত্রে দ্বিপদ নামকরণ নীতি প্রবর্তন করেন।

দ্বিপদী নামকরণ নীতি- ১

- নামকরণে অবশ্যই ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
- বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকবে, প্রথম অংশটি গণ (Genus) নাম এবং দ্বিতীয় অংশটি প্রজাতির (Species) নাম।
- জীবজগতের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক নামকে অনন্য (unique) হতে হয়। কারণ, একই নাম দুটি পৃথক জীবের জন্য ব্যবহারের অনুমতি নেই।
- বৈজ্ঞানিক নামের প্রথম অংশের প্রথম অক্ষর বড় অক্ষর হবে, বাকি অক্ষরগুলো ছোট অক্ষর হবে এবং দ্বিতীয় অংশটির নাম ছোট অক্ষর দিয়ে লিখতে হবে।

দ্বিপদী নামকরণ নীতি- ২

- বৈজ্ঞানিক নাম মুদ্রণের সময় সর্বদা *ইটালিক* অক্ষরে লিখতে হবে।
- হাতে লেখার সময় গণ ও প্রজাতিক নামের নিচে আলাদা আলাদা দাগ দিতে হবে।
- যদি কয়েকজন বিজ্ঞানী একই জীবকে বিভিন্ন নামকরণ করেন, তবে অগ্রাধিকার আইন অনুসারে প্রথম বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত নামটি গৃহীত হবে।
- যিনি প্রথম কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত নাম দিবেন তার নাম সনসহ উক্ত জীবের বৈজ্ঞানিক নামের শেষে সংক্ষেপে সংযোজন করতে হবে। যেমন ধানের বৈজ্ঞানিক নাম Oryza sativa L.,1753

কিছু উদাহরণ - ১

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
গোলআলু	*Solanum tuberosum*
পেঁয়াজ	*Allium cepa*
ধান	*Oryza sativa*
জবা	*Hibiscus rosa-sinensis*
পাট	*Corchorus capsularis*
আম	*Mangifera indica*
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophyllus*

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
শাপলা	*Nymphaea nouchali*
রুই মাছ	*Labeo rohita*
কাতলা	*Catla catla*
সিংহ	*Panthera leo*
রয়েল বেঙ্গল টাইগার	*Panthera tigris*
ম্যালেরিয়া জীবাণু	*Plasmodium vivax*
আরশোলা	*Periplaneta americana*

কিছু উদাহরণ - ২

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
মৌমাছি	*Apis indica*
ইলিশ	*Tenualosa ilisha*
কুনোব্যাঙ	*Bufo/Duttaphrynus melanostictus*
দোয়েল	*Copsychus saularis*
মানুষ	*Homo sapiens*
কলেরা জীবাণু	*Vibrio cholerae*
গম	*Triticum aestivum*

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ভুট্টা	*Zea mays*
মসুর	*Lens culinaris*
ছোলা	*Cicer arietinum*
মোটর	*Pisum sativum*
সোনামুগ	*Vigna radiate*
মাসকলাই	*Vigna mungo*
খেসারী	*Lathyrus sativus*

কিছু উদাহরণ - ৩

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
সয়াবিন	*Glycine max*
তিল	*Sesamum indicum*
পেঁপে	*Carica papaya*
লিচু	*Litchi sinensis*
রজনীগন্ধা	*Polianghes tuberosa*
ঘড়িয়াল	*Gavialias Gengeticus*

ত্রিপদ নামকরণ

একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য দেখা দিলে ঐ নির্দিষ্ট উপপ্রজাতির জন্য গণ ও প্রজাতির নাম এর সাথে উপপ্রজাতি (Sub-species) যোগ করে নামকরণ করা হয়। একে ত্রিপদ নামকরণ বলে। পাখি বিজ্ঞানী Schlegel ত্রিপদ নামকরণের প্রবর্তক।

যেমন- চড়ুই পাখির সাধারণ বৈজ্ঞানিক নাম *Passer domesticus*, কিন্তু নীলনদ এলাকার চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম *Passer domesticus niloticus*

মানুষের শ্রেণীবিন্যাস

রাজ্য (Kingdom) - Animalia

পর্ব (Phylum) – Chordata

শ্রেণী (Class) - Mammalia

বর্গ (Order) - Primate

গোত্র (Family) - Hominidae

গণ (Genus) - Homo

প্রজাতি (Species) – Homo sapiens

ধন্যবাদ